মেহেরপুরে কলেজ শিক্ষক নিহতের ঘটনায় ইজিবাইক চালক আটক

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সনাক্ত করেই মেহেরপুর শহরের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কলেজ শিক্ষক নিহতের ঘটনায় ঘাতক ইজিবাইক চালক মোহাম্মদ আলী
(১৯) কে আটক করেছে পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে ব্যাটারী চালিত ইজিবাইকটিও।

আটক মোহাম্মদ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের ফকির আলীর ছেলে। ভোরে আসামী মোহাম্মদ আলীকে তার গ্রামের বাড়ি গোভিপুর থেকে আটক করা হয়।

এর আগে গতকাল বুধবার (৩ জুলাই) রাতে নিহত কলেজ শিক্ষক ওহিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ শাহরিয়ার কবির আকিব বাদি হয়ে সদর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি অভিযোগ দায়ের করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ পরিক্ষা করে ঘাতক ইজিবাইকের চালককে সনাক্ত করা হয়। ‘দূর্ঘটনার পর থেকেই সদর থানা পুলিশের একাধিক দল বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিলো।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার (২ জুলাই) রাত শহরের বড় বাজার টিএনটি রোডে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ শিক্ষক ওহিদুল ইসলামের নিহত হন। তিনি মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় খাল থেকে ভেসে উঠল

ইজিবাইক চালকের লা*শ

নিখোঁজের ১১ দিন পর শাহিনুল হক লিটন নামে এক ইজিবাইক চালকের অর্ধগলিত লাশ খাল থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া বাইপাস রোড সংলগ্ন একটি খাল থেকে লাল গেঞ্জি, জিন্স প্যান্ট পরা তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত শাহিনুল হক লিটন সদর উপজেলার হাউজিং এস্টেটের মৃত ইজাজুল হকের ছেলে। পেশায় তিনি ছিলেন একজন ইজিবাইক চালক।

লিটনের স্বজনরা জানান, গত ১৮ মে বিকেলে তার ব্যক্তিগত ইজিবাইক নিয়ে ভাড়া বাড়ি থেকে বের হন লিটন। এরপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি। আজ মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়ে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়ক এলাকা থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে লিটনের পরিবারের লোকজন গিয়ে লাশটি লিটনের বলে শনাক্ত করেন।

মিরপুর থানার ওসি মোস্তফা হাবিবুল্লাহ বলেন, কুষ্টিয়ার বাইপাস সড়কের রোজ হলিডে পার্ক সংলগ্ন জিকে খালে একটি লাশ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকজন ওই ব্যক্তির লাশ দেখলেও তাকে কেউ চিনতে পারেনি। পরে খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

তিনি আরো বলেন, লাশ দেখে মনে হচ্ছে কয়েকদিন আগেই খালের মধ্যে কচুরিপানার নিচে ফেলে রাখা হয়েছিল। ওই লাশটি অর্ধগলিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার শরীরে লাল গেঞ্জি, জিন্স প্যান্ট পরা ছিল। তবে এই লাশটি কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং-এ ব্লক এলাকার অটোরিকশা চালক শাহিনুল হক লিটনের হতে পারে বলে তার পরিবার ও প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ডিএনএ টেস্টের পরই নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

দর্শনায় গাঁজাসহ ইজিবাইক চালক জনি গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী ইজিবাইক চালক জনি আক্তারকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের নতুনপাড়ায়। এসময় গ্রামের নতুনপাড়ার জনৈক মোসলেম উদ্দীনের বাড়ির সামনে রাঙ্গিয়ারপোতা- সিংনগরগামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে সিংনগরগামী একটি ইজিবাইকের গতিরোধ করে তাতে তল্লাসী চালিয়ে চালকের হেফাজত হতে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সহ চালক জনি আক্তারকে (২৪) গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের পুরাতনপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

সেই সাথে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীর নিকট হতে মাদক বহনকাজে ব্যবহৃত একটি নীল রংয়ের পুরাতন তিন চাকা বিশিষ্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ইজিবাইক উদ্ধার পূর্বক জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ঈগল প্রতীকের প্রার্থীর প্রচার কাজে

নিয়োজিত ইজিবাইক চালককে ধারালা অস্ত্রাঘাতে জখম

চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমী বিদ্যালয়ের মোড়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতীকের প্রচার কাজে নিয়োজিত ইজিবাইক চালক রুবেল হোসনকে (৩০) ধারালো অস্ত্রাঘাতে জখম করা হয়েছে। আহত রুবলকে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা পৌনে ৩টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাগানপাড়ার মিনারুল ইসলামের ছেলে ইজিবাইক চালক আহত রুবেল চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার নির্বাচন প্রচার কাজ নিয়জিত রয়েছে।

আহত রুবলের মামা আসাবুল হক বলেন, এদিন সকালে ঈগল প্রতীকের প্রচার কাজে ব্যবহৃত মেমোরী কার্ড

নিয়ে ওই এলাকার মফিজুরের সঙ্গে রুবলের বাকবিতন্ডা হয়। এরই মধ্যে মফিজুরের ভাগ্নে শাহাদাৎকে বিষয়টি জানায়। তারপর দুপুরে প্রচার চালাতে মাইক নিয়ে একাডেমী বিদ্যালয়ের মোড় গেলে শাহাদাৎ ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এরপর স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে উদ্ধার করে সেখান থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়।

সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহরাব হোসন বলেন, আহত রুবলের শরীলের পিঠে ধারালো অস্ত্রাঘাতের জখম হয়েছে। সেই ক্ষতস্থানে সেলাই দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে ভর্তি রাখা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকন্দার আলী বলেন, এটা নির্বাচন কেদ্রীক কোন ঘটনা নয়। দুজনই ইজিবাইক চালক। একটি মেমোরী কার্ড দেওয়া নেওয়াকে কেদ্র করেই আঘাতের ঘটনাটি ঘটেছে। তবে বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পাওয়া গেলে সেটার ওপর ভিত্তি করে প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা থেকে ইজিবাইক চালকের কঙ্কাল উদ্ধার

কুষ্টিয়া থেকে অপহৃত ইজিবাইকচালক সবুজ মন্ডলের (৩০) কঙ্কাল চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা ঘোড়ামারা ব্রিজের নিচে থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সদরের ঘোড়ামারা ব্রিজ এলাকা থেকে সবুজের বস্তাবন্দি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। গত ২০ আগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন সবুজ।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো: আনিসুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় কুষ্টিয়ার বাড়াদী থানাপাড়ার বাচ্চু মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল ছিলেন একজন ইজিবাইকচালক। তার ইজিবাইকটি হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন যুবক তার ইজিবাইক ভাড়া নিয়ে তাকে কৌশলে হত্যা করে কুষ্টিয়া থেকে লাশ নিয়ে এসে ফেলে রেখে যায় চুয়াডাঙ্গার ঘোড়ামারা ব্রিজের কাছে। অনুসন্ধান চালিয়ে কুষ্টিয়া পুলিশ ঘাতক তিনজনকে আটক করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

তিনি আরো জানান, এ ঘটনায় পুলিশ কুষ্টিয়ার বারখাদা ত্রিমহনী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জনি হোসেন (২৮), বারাদী কানাবিল এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে তুষার ইসলাম (২১) ও চাকুলিয়া গ্রামের সরোয়ার প্রামাণিকের ছেলে বাচ্চ প্রামানিককে (২৬) আটক করেছে। পরবর্তি আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলামিনের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানায়, ২০ আগস্ট সবুজ মন্ডলকে হত্যা করা হয়। সেইদিনই একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তার লাশ চুয়াডাঙ্গা ঘোড়ামাড়া ব্রিজ এলাকার পাশে ঘাতকরা ফেলে রেখে চলে যায়।

মাদক বিক্রির পাওনা টাকা আদায় করতেই জামালকে হত্যা

হেরোইন বিক্রির পাওনা টাকা আদায় করতেই জামালকে শ্বাসরোধ করে হত্যা শেষে তার ইজিবাইক ছিনতাই করে মাদক বিক্রেতা বাচ্চু মিয়া। এর আগে পূর্বপরিকল্পনামতে মেহেরপুর শহরের সন্নিকটে ময়ামারী রাস্তার লিচু বাগানে বসে দুজনে হেরোইন সেবন করে।

এর মাত্র এক দিনের ব্যবধানে সে ইজিবাইক বিক্রি করে কুষ্টিয়াতে। এসবই ছিল মাদক ব্যবসায়ী ঘাতক বাচ্চুর পূর্বপরিকল্পনা।
জামাল হত্যার প্রধান আসামি বাচ্ছু মিয়াকে আটকের পর পুলিশের কাছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার কথা স্বীকার করে এসব কথা জানিয়েছে সে। বাচ্চু মিয়া মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে গতকাল সকালে অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়ার কালিশংকরপুর এলাকা থেকে বাচ্চু মিয়াসহ তিনজনকে আটক করেন।

তারা হলেন বাচ্চু মিয়ার বোন সোনালী খাতুন ও ইজিবাইক ক্রেতা কুষ্টিয়ার বাঁশগ্রামের বুলবুল শেখের ছেলে রাজিব শেখ।
জানা গেছে, বাচ্চু মিয়া ও অটো চালক জামাল একসঙ্গে মাদক সেবন করতেন। বাচ্চুর কাছ থেকে মাঝেমধ্যে নিহত জামাল হেরোইন কিনতেন। ইতোমধ্যে অনেক টাকা পাওনা হয়েছে জামালের কাছ থেকে। বারবার তাগাদা দেওয়ার পরেও সে টাকা পরিশোধ করতে ব্যার্থ হন জামাল।

ঘটনার দিন কৌশলে জামালকে তার গ্রামের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধলা গ্রাম থেকে মেহেরপুর শহরের ময়ামারী সড়কে নিয়ে আসে। সেখানে একটি লিচু বাগানে দুজনে নেশা করার পর বাচ্চু মিয়া নেশাগ্রস্থ জামালকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে । সেখানে লাশ ফেলে রেখে ইজিবাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে ইজিবাইকটি কুষ্টিয়ার আলমপুর নামকস্থানে বাবুল শেখের ছেলে রাজিব শেখের কাছে এক লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। এক লাখ টাকা দিয়ে রাজীব কিনলেও ইজিবাইকের চার্জার সহ অন্যান্য কাগজপত্র দেওয়ার পরে বাকি ৩০ হাজার পরিশোধ করার কথা তার।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবির ওসি সাইফুল আলম, মেহেরপুর

সদর থানার ওসি তদন্ত মেজবাহ উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স কুষ্টিয়ার কালিশংকরপুর গ্রামে অভিযান চালান।

এদিকে গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে জামাল উদ্দীনের ভাই আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

শুক্রবার দিবাগত রাতে বাচ্চু মিয়াকে আটক করার পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ইজিবাইকটি উদ্ধার করেন।

গত বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকালের দিকে ৯৯৯ থেকে কল পেয়ে মেহেরপুর শহরতলির ময়ামরী সড়কের একটি লিচু বাগান থেকে অটো চালক জামাল উদ্দীনের লাশ উদ্ধার করেন।

উল্লেখ্য,জামাল হত্যার সাথে জড়িত আটক শোলমারী গ্রামের বাচ্চু মিয়ার বিরুদ্ধে মাদক বিক্রি, চুরি ডাকাতিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কিছুদিন আগেও মাদক মামলায় জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়েছে। তার নামে হেরোইন, ফেনসিডিল ও গাঁজা বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। মামলাও রয়েছে একাধিক। পুলিশের ভয়ে সে পার্শ্ববর্তি ভারতেও পালিয়ে ছিলো দীর্ঘদিন। জামাল হত্যা মামলা তাকে আটকের পর এলাকার মানুষ মুখ খুলতে শুরু করেছে।

৯৯৯ এ কল পেয়ে মাঠ থেকে ইজিবাইক চালকের মরদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ

মেহেরপুরের শহর সংলগ্ন ময়ামারীর মাঠের একটি লিচু বাগান থেকে জামাল উদ্দিীন ফকির (৫০) নামের এক মাদকসেবীর মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে তিনটার সময় ৯৯৯ কল পেয়ে ময়ামারীর মাঠের একটি লিচু বাগান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের পাশ থেকে হেরোইন সেবনের বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া গেছে। জামাল উদ্দীন ফকির গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের

ঘুনাপাড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে।

এদিকে রামকৃষ্ণপুর-ধলার সাবেক মেম্বর রুহুল আমিন কালু বলেন, জামাল ফকির ইজিবাইক চালক ছিলেন। তার তিন মেয়ে ও স্ত্রী আছে।

মেহেরপুর এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার বলেন, ৯৯৯ ফোন কল পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় মরদেহের পাশে থেকে হেরোইন সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া তার পকেট থেকে একটি পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। সে মেহেরপুর জেলা ইজিবাইক চালক সমিতির সদস্য বলে জানা গেছে।

তিনি আরো বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।